



মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : সপ্তম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, অক্টোবর ২০২৬



জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস

১৫তম সার্টিফিকেট কোর্সের সমাপনী

‘জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস’ বিষয়ক ১৫তম সার্টিফিকেট কোর্সের অংশগ্রহণকারী, স্বেচ্ছাসেবক, প্রশিক্ষক, গবেষক ও বিভিন্ন পর্যায়ের আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় সমাপনী আয়োজন।

সূচনায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ত্রুপা মজুমদার সকল অংশগ্রহণকারীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, কোর্সের বিভিন্ন অধিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা বিজ্ঞানদের কাছ থেকে গণহত্যা, নির্যাতন, নির্যাতনের শিকার মানুষের অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি বলেন, অংশগ্রহণকারীরা যে বিষয় বা শাখা থেকেই আসুন না কেন, প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অন্যায় ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং ন্যায়বিচারের পক্ষে নিজেদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে হবে।

কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে জয় মজুমদার, রেমা হা রুমানা আহমেদ, কৌশিক দত্ত, এবং আয়েশা বিনতে জামান রাইসা কোর্সের বিভিন্ন অধিবেশন, অভিজ্ঞতা এবং কোর্স থেকে অর্জিত জ্ঞান ও উপলব্ধি তুলে ধরেন।

পরবর্তীতে কোর্সের স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষ থেকেও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন তাসনিম নূর (বিইউপি) এবং মো. রবিউল হোসেন রিফাত (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)। তাঁরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং কোর্স থেকে তাঁদের অর্জিত বিভিন্ন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার কথা বলেন।

জুরি বোর্ডের প্রধান ফওজুল আজিম (আইন বিশ্লেষক ও গবেষক এবং বাংলাদেশ বিচার বিভাগের সাবেক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ) বলেন, এই কোর্সে কোনো গতানুগতিক শ্রেণিকক্ষের পাঠদান ছিল না বরং প্রতিটি অধিবেশনই ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ। তিনি মনে করেন অংশগ্রহণকারীরা যে কোর্সটি সম্পন্ন করেছেন, এটি শুধু একটি সনদ অর্জনের বিষয় নয়। বরং ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়াতে আগ্রহী মানুষদের নিয়ে একটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। তাঁর মতে, এই কোর্সের সমাপ্তি কোনো শেষ নয় বরং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য এটি একটি নতুন শুরুর পথ।

প্রধান অতিথি ড. সুজান ভাইজ, (বাংলাদেশে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি ও কার্যালয় প্রধান) তাঁর বক্তব্যে গণহত্যা প্রতিরোধ, সামাজিক বন্ধন, ইতিহাস সংরক্ষণ, সহমর্মিতা এবং ন্যায়বিচারের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, একটি সফল সমাজের প্রকৃত মানদণ্ড শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয় বরং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সামাজিক বন্ধন থাকা। যুদ্ধ, সহিংসতা ও গণহত্যা এসব বন্ধনকে ধ্বংস করে। তাই একটি সুন্দর সমাজ গড়তে মানুষের মধ্যে সংলাপ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তিনি এশউইজ পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, গণহত্যার ইতিহাস সংরক্ষণ এবং ভুক্তভোগীদের স্মৃতি ধরে

রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারে এবং কেউ তা অস্বীকার করতে না পারে। তিনি আরও বলেন, ইতিহাস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে শুধু একটি গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা নয় বরং নারী, আদিবাসী, সংখ্যালঘু ও অন্যান্য প্রভাবিত জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাও তুলে ধরতে হবে। একই সঙ্গে ঘৃণা, বর্ণবাদ ও নিপীড়নের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো মোকাবিলা করতে হবে। ফলাফল ঘোষণা ও সনদ বিতরণ পর্ব পরিচালনা করেন সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস-এর গবেষণা সহযোগী মেহজাবিন নাজরানা। কোর্সের সেরা গবেষক হিসেবে নির্বাচিত হন মারিয়া-এ-কিবতিয়া, আর সেরা অংশগ্রহণকারী হিসেবে নির্বাচিত হন মো. সবুজ শেখ।

সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের পরিচালক এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক বলেন, এবারের কোর্সে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৩৬ জন অংশগ্রহণকারী যুক্ত হয়েছেন। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অংশগ্রহণকারীরা এই কোর্সে অংশ নিয়েছেন। তিনি কোর্সের সকল পরামর্শক ও প্রশিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তাঁরা নিজেদের উদ্যোগ ও আন্তরিকতা থেকে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন।

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

‘সুলতানার স্বপ্ন’ পাঠ : ফলোআপ কর্মসূচি

‘সুলতানার স্বপ্ন’ শ্রেণিকক্ষ সৃজনশীল পাঠ-উপস্থাপন এবং পাঠ উপস্থাপনের কলাকৌশল উন্নয়নের লক্ষ্যে পাঠ-পরিকল্পনা একটি ফলোআপ কর্মসূচি পালিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে। এর আগে এ বিষয়ে কয়েকটি কর্মশালায় কলেজ পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষকদের সাথে পাঠ-উপস্থাপন, বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উল্লেখ্য উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজিতে আনন্দপাঠ হিসেবে কারিকুলামে যুক্ত আছে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের ‘সুলতানার স্বপ্ন’। ২০ আগস্ট ২০২৬ ফলোআপের প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এরপর পর্যায়ক্রমে হাজারীবাগ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ২৭ আগস্ট ২০২৬, এসওএস হারমেন মেইনার কলেজ, ৩১ আগস্ট ২০২৬ এবং শেষে রামপাল কলেজ, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়।

ঢাকা এবং বাইরের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ফলোআপ কর্মসূচি পরিচালনা করেন শিক্ষাকর্মসূচির ব্যবস্থাপক সত্যজিৎ রায় মজুমদার এবং অংশগ্রহণ করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাসেহুন আমীন এবং শিক্ষাকর্মসূচির ব্যবস্থাপক (সাম্মানিক) এসএম মোহসীন হোসেন। ‘সুলতানার স্বপ্ন’ ২০২৪ সালে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পাওয়ার পর ইউকে-র এডিনবরা এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এর পাঠ-পরিকল্পনার একটি ম্যানুয়াল তৈরির কাজ চলে আসছে। সে বিষয়ে



ফলোআপ কর্মসূচিভূক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ সংযুক্ত আছেন এবং বিভিন্ন সময় এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাতামত দিয়েছেন। ফলোআপে গিয়ে দেখা যায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী আলোচ্য বিষয়ে সচেতন এবং স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে কল্পবিজ্ঞান ‘সুলতানার স্বপ্ন’কে শ্রেণিকক্ষে সৃজনশীল পাঠ-উপস্থাপনে সচেষ্ট। বোর্ডের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় কোথাও অভিভাবক এবং কিছু শিক্ষার্থী ‘সুলতানার স্বপ্ন’র গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেননি। সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কলেজ-পরীক্ষায় ‘সুলতানার স্বপ্ন’ থেকে প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং করছেন। ‘সুলতানার স্বপ্ন’

শিক্ষার্থীদের নতুন করে নারীদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় গভীরভাবে ভাবাচ্ছে। বিবিধ বাধাবিপত্তি থাকলেও তারা নানা দিকের ভাবার্থ বিশ্লেষণ করে এর মর্মার্থ উদ্ধারে চেষ্টা করছে আন্তরিকতার সাথে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের উপর সহিংসতার অবসান, মানবিক সমাজ নির্মাণের যে বার্তা ‘সুলতানার স্বপ্ন’ মেলে ধরেছে তাতে অনুপ্রাণিত হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সকল পক্ষ। এই চিত্র শুধু মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর। অন্যান্য ক্ষেত্রে ‘সুলতানার স্বপ্ন’-পাঠ অবহেলিত থেকে যাচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে স্মারক প্রদান

২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংগ্রহে নতুন দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারক যুক্ত হয়েছে। এসব স্মারক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জাদুঘরের সংগ্রহভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। নতুন সংগ্রহগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী মণ্ডলের যুদ্ধকালীন ব্যক্তিগত ডায়েরি ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে রাজিউল হাসানের সংরক্ষিত ঐতিহাসিক দলিল।



বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী মণ্ডলের যুদ্ধকালীন ডায়েরি

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী মণ্ডলের যুদ্ধকালীন ব্যক্তিগত ডায়েরিটি গত ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তিনি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদান করেন। ডায়েরিতে তিনি ২৪ মার্চ ১৯৭১ থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত তাঁর যুদ্ধকালীন প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন গেরিলা অপারেশন এবং মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী সময়ের নানা ঘটনাপ্রবাহ ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

মোহাম্মদ আলী মণ্ডল মুক্তিযুদ্ধের সময় ৬ নম্বর

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে রাজিউল হাসানের সংরক্ষিত ঐতিহাসিক দলিল

২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংগ্রহে যুক্ত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন ও তার পরবর্তী সময়ের আন্তর্জাতিক জনমত, ইউরোপে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচার এবং বিভিন্ন দেশের নাগরিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এসব দলিল মুক্তিযুদ্ধকালীন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে গড়ে ওঠা সমর্থন ও প্রচার কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র তুলে ধরে। তাছাড়া যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুদ্ধ বিধস্ত দেশকে গড়ে তোলারও নানা দলিল আছে। ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস বিষয়ক ১৫তম সার্টিফিকেট কোর্স একটি সফল আয়োজন

সম্প্রতি সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস আয়োজিত ‘১৫ তম সার্টিফিকেট কোর্স’ অন জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস’ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ৭ আগস্ট থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, ছয় সপ্তাহব্যাপী এই কোর্সে মোট ২১টি সেশন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে গণহত্যার ইতিহাস থেকে শুরু করে এর সমকালীন রূপ, জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট- বিস্তৃত পরিসরের বিভিন্ন বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়।

কোর্সের সূচনা হয় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এর আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, আমেনা জাহান উর্মির গণহত্যার উৎপত্তি, বিভিন্ন সংজ্ঞা ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে, যা কোর্সের বাকি অংশের ধারণাগত ভিত্তি তৈরি করে দেয়। সেই ভিত্তিকে আরও সমৃদ্ধ করেন সিএসজিজের পরিচালক এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক। গণহত্যার ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিশেষভাবে আলোচনা করেন তিনি। প্রসঙ্গক্রমে তিনি গণহত্যার সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব, যেমন এডলফ আইখম্যান, মেজর জেনারেল এ.ও. মিঠার কথ ‘ও উল্লেখ করেন, যা মানব চরিত্রের বহুমাত্রিক ও জটিল দিকগুলোকে তুলে ধরে। একই দিনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের গ্লোবাল স্টাডিজ অ্যান্ড গভর্ন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ এ. হুসাইন আরেকটি সেশন পরিচালনা করেন।

১৪ আগস্ট দুটো সেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সেশনে বক্তব্য রাখেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ও মানবিক বিভাগের স্বতন্ত্র গবেষক ও শিক্ষক আফসান চৌধুরী এবং পরবর্তী সেশনে স্বতন্ত্র চলচ্চিত্র নির্মাতা ফরিদ আহমদ বিস্তৃত আলোচনা করেন। সেশনগুলো একান্তরের স্মৃতি ও দৃশ্যমান নথিপত্রের গুরুত্ব স্পষ্ট করে।

১৫ ই আগস্ট সেশনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি, সারা যাকের, মুক্তিযুদ্ধে নিখোঁজ হওয়া তাঁর ভাইকে নিয়ে হৃদয়স্পর্শী এক স্মৃতিচারণ করেন। একইদিনে অংশগ্রহণকারীরা মিরপুরের জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শন করেন, যা তাদের ইতিহাসকে অন্যভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ করে দেয়। দিনের শেষে মানবাধিকার ও সাংস্কৃতিক কর্মী এবং শহীদ বুদ্ধিজীবীর সন্তান আসিফ মুনির আলোচনা করেন।

২১ আগস্ট দুইটি সেশনে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ল-এর সহকারী অধ্যাপক ড. উপল আদিত্য একা ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির স্কুল অব হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের ডিন ও আইনের অধ্যাপক ড. মো: রিজওয়ানুল ইসলাম।

২২ আগস্ট প্রথম সেশনে আইসিটি-বিডি বিচার ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন বাংলাদেশ বিচার বিভাগীয় সার্ভিসের সাবেক জ্যেষ্ঠ জেলা ও দায়রা জজ ফওজুল আজিম। পরবর্তী সেশনে আলোচনা করেন AJAR-এর বাংলাদেশ প্রোগ্রাম লিড নাসরিন আক্তার।

এছাড়াও সমসাময়িক বিভিন্ন সংকট, যেমন রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে সেশন অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ আগস্ট এ অনুষ্ঠিত তেমনই একটি সেশনে রোহিঙ্গা সংকটের বিভিন্ন কাঠামোগত বাধা নিয়ে আলোচনা করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. নাসির উদ্দিন। একই দিনে দ্বিতীয় সেশনে যৌন সহিংসতার শিকারদের ন্যায়বিচার, স্বীকৃতি, ক্ষতিপূরণ ও প্রতিকারের বৃহত্তর মাত্রা নিয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং BLAST-এর পরিচালক ব্যারিস্টার সারা হোসেন।

২৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত প্রথম সেশনে UNHCR বাংলাদেশের সহকারী প্রোটেকশন অফিসার সালেহ মোহাম্মদ শফি বক্তব্য দেন। সেশনটিতে সমসাময়িক বিভিন্ন সংকট, যেমন রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে অনুষ্ঠিত সেশনগুলোতে শরণার্থীদের বিভিন্ন কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য সমাধান এবং আন্তর্জাতিক সুরক্ষা কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি এই সংকটে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা UNHCR-এর ভূমিকা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়। দিনের শেষে শবনম ফেরদৌসী নির্মিত ‘জন্মসাথী (Born Together)’ প্রামাণ্যচিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

৫ সেপ্টেম্বরের প্রথম সেশনে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি মানবহিতৈষী এবং অল্পফামের সাবেক রিলিফ কোঅর্ডিনেটর জুলিয়ান ফ্রান্সিস ৭১-এর স্মৃতিচারণ ও মানতাবাদ নিয়ে বক্তব্য রাখেন। একই দিনে অনুষ্ঠিত “Building LWM Archives” শীর্ষক সেশনে CSGJ-এর পরিচালক মফিদুল হক পারিবারিক ইতিহাসের মাধ্যমে একান্তরের ইতিহাস সন্ধান ও সংরক্ষণ ও এটি নিয়ে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আলোচনা করেন। ১১ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত দুটো সেশনে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে সহনশীলতা ও ডিজিটাল দায়িত্ববোধের গুরুত্ব তুলে ধরে। প্রথম সেশনটি পরিচালনা করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন-এর সিনিয়র লেকচারার নুহা সাবাস্তা মাওলা। পরবর্তী সেশনে হেইট স্পিচ ও ডিজিটাল সাক্ষরতা নিয়ে সেশন নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শান্তনু মজুমদার। এ সেশনে তিনি Misinformation, Disinformation, Malinformation-এর পার্থক্য, এগুলোর বাংলা পরিভাষা (ভুল তথ্য, কুতথ্য

ও কুতথ্য) এবং আমাদের বহুমাত্রিক পরিচয়ের কোনো একটি পরিচয়কে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া কীভাবে ধীরে ধীরে ঘৃণাত্মক বক্তব্য এর পথ খুলে দিতে পারে তা প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপন করেন।

১২ সেপ্টেম্বর গণহত্যা বিষয়ক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসিতে তরুণদের অংশগ্রহণ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক ফাহিন রহমান অক্ষিতা এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সহকারী রাফসান জানি রাহাত যৌথভাবে বক্তব্য রাখেন। দিনের শেষে একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

পরিশেষে ১৮ সেপ্টেম্বর প্রাণবন্ত ও আনন্দঘন এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোর্সের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ফারজানা বিনতে হোসাইন, স্বেচ্ছাসেবক, সিএসজিজ



যুদ্ধশিশু ও বীরাজনাদের নীরব আত্মনাদ: ‘রোদন ও আগুনের অক্ষর’

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক গভীর ও বেদনাবিধুর অধ্যায় যুদ্ধশিশু ও বীরাজনাদের না-বলা গল্প। তাঁদের অভিজ্ঞতা, যন্ত্রণা, সংগ্রাম ও অস্তিত্বের সাক্ষ্যকে স্মরণ এবং নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াসে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বুধবার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ আলোচনা ‘যুদ্ধশিশু ও বীরাজনাদের নীরব আত্মনাদ: রোদন ও আগুনের অক্ষর’।

আলোচনায় ‘রোদন ও আগুনের অক্ষর: যুদ্ধশিশু ও বীরাজনাগাথা’ বইটির সম্পাদক ফাহুনী তানিয়া ও লেখকবৃন্দ যুদ্ধশিশু ও বীরাজনাদের জীবন, অভিজ্ঞতা ও না-বলা ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন। ইতিহাসের নীরব কণ্ঠগুলোকে স্মরণ এবং তাঁদের স্মৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই এ আয়োজন।

পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে অনুষ্ঠানটির সম্পূর্ণ প্রতিবেদন।

Reflection from the Participants

15th Certificate Course on Genocide and Justice



Some lessons are meant to be heard, others have to be stood beside

My journey through the 15th Certificate Course on Genocide and Justice began in a classroom, with theories, definitions, and questions about how genocide is understood and denied. But it gradually took me beyond the classroom, into archives, films, testimonies, legal debates, and most profoundly, to the Jalladkhana Killing Field in Mirpur. Standing there made the subject of genocide feel different. It was no longer only a historical or academic concept; it became a question of memory, loss, responsibility, and justice.

Over the weeks, the course unfolded as a journey through Bangladesh's history and the broader landscape of atrocity and justice. Sessions on the genocidal mentality and denial were followed by discussions on 1971, family and loss, memory and trauma, international criminal justice, transitional justice, sexual violence, refugees, humanitarianism, and human rights. The course continuously reminded me that justice does not begin and end in a courtroom. It also lives in documentation, remembrance, recognition, reparations, and the courage to preserve difficult histories. As a young researcher, this experience also changed how I approach research. I learned that researching violence



demands more than collecting facts; it requires sensitivity toward the people behind those facts and responsibility toward the histories being represented. Receiving the Best Researcher Award at the end of this journey was deeply meaningful to me, not simply as recognition, but as a reminder of the responsibility that comes with being a researcher.

I entered this course wanting to understand genocide. I leave with a more profound question: What responsibility do we carry when we inherit the memory of injustice?

Perhaps that is the most important lesson I will carry forward: not simply to remember, but to remember responsibly; not simply to research, but to research with purpose; and not simply to learn about justice, but to keep asking what justice demands of us.

Maria A Kibitia

Participant of 15th Certificate Course on Genocide and Justice
Department of Peace, Conflict and Human Rights
Bangladesh University of Professionals

My experience with the 15th Certificate Course on Genocide and Justice has been truly wonderful. My journey with the Liberation War Museum began in my second year, when I visited on a fieldwork trip for one of our courses. Since then, I have never been able to escape the museum's spell. I completed the 4th Research Methodology Course, and I have also completed the 15th Certificate Course on Genocide and Justice.

As Mofidul Haque Sir often says, there are many ways to enter a museum, but once you have entered, it is very hard to leave its spell behind. This is profoundly true, and it holds true for me as well.

Receiving the Best Participant recognition was a humbling and unexpected honour. I joined the 15th Certificate Course on Genocide and Justice simply because I wanted to learn and understand how one works and conducts research on genocide and justice. Yet the opportunities I received to learn and understand far exceeded my expectations. Our session speakers were so qualified and resourceful that there is no need to single anyone out; each was exceptional in their own right.

Although I do not come from a legal background, I now have a clear grasp of the fundamentals of what those with legal training have studied. I learned about genocide itself and why justice is pursued, as well as the differences between domestic and international law. I now understand the basics of transitional justice in the aftermath of genocide, and the roles of the ICT and the ICJ in addressing genocide. However, the most impactful session for me was the one on hate speech and hate preachers. Whenever I expressed an opinion on contemporary issues, I would often become a target of hate speech from hate preachers. Even when it didn't affect me directly, it left me distressed. Now that I can identify who they are and what their motives are, it no longer troubles me.

My fellow participants were all remarkably supportive, and I have made several new friends who are true well-wishers. Everyone cheered me on so warmly that the image of their smiling faces is still vivid in my eyes. This experience will remain a special chapter in my life.

We completed this journey so beautifully thanks to the well-organized efforts of Nazrana Apu and Agni. Talha and the volunteers were also very helpful. They would remind us to return to class on time after the break, and I appreciated that. We spent wonderful times together.

I hope to carry what I have learned here into my future studies and research, and to apply it with the same care and responsibility that this course has taught me.

All in all, I extend my heartfelt gratitude to the Liberation War Museum and the Centre for the Study of Genocide and Justice for maintaining such an outstanding course. I hope this journey continues in the future. As a participant, I am deeply grateful to you all. I leave you with my warmest love and best wishes.

Md. Sabuj Sheikh

Participant, 15th Certificate Course on Genocide and Justice
Department of Government and Politics, Jahangirnagar University

Excerpts from the Speech by Dr. Susan Vize

Head of Office and UNESCO Representative to Bangladesh

15th Certificate Course on Genocide and Justice

I had the opportunity when I was probably about your age at 25 to go to Auschwitz and it made a really big impact on me out of all of the places I've been. I've traveled quite a lot. But one place that always stays with me is going to Auschwitz. I think many of you have probably seen that very iconic picture of the gate as you enter the center. It's a place where you can feel, you can feel the people of the past. It's not just a building. I don't think I've ever been to a place that gave me shivers before. You feel it when you walk inside. One of the things that they've really tried to do there is to preserve the memory of all of the people who died there.

Some of you mentioned memorial site visits where you went to some places of similar depth to experience the things that happened there and I hope that they had some level of impact on you like going to somewhere like Auschwitz. It's not a comfortable place to visit but if any of you ever get to Poland, I certainly recommend that you go and experience this. A really important part of this experience is that there are people in the world who are now challenging that the Holocaust occurred. It's not that long before the Liberation War in Bangladesh. Only 25 years difference. In another 25 years time, I don't think we want to be at the point where people are denying what happened here and denying the impact. Every person in the country was impacted in one way or another and you and your parents were probably a part of that so you also have the legacy of that and it's definitely something that should be remembered.

At UNESCO we believe that learning about genocide, learning about war, and learning in a way that is putting a lens of justice on this is a really important part of every child's upbringing. That it should be in the school system. The second point is preserving the memories and again this is what the museum does. It's really important that when we have these places that they're not just having a one-sided narrative or presenting just the experience of one part of society and this is actually something really important for Bangladesh because things tend to get politicized here. So the fact that the Liberation War Museum is independent is fantastic because it's less likely to be politicized. But everything here has this level of politicization. So, it's really important that when you're preserving things, you do think about it from different perspectives. A good

Another important thing is empathy. Social and emotional learning is not well developed in Bangladesh in terms of the education system. There's a really good reason for developing empathy because it will help every child here in their neurological development. Brain scan studies show that when we have the practice of empathy, we actually have better neurological development of certain critical thinking and other pathways in our brain.



example is that women's narratives are often left out of conflicts. I saw the agenda for the course and you've spent some time looking into this. The same could be said for narratives of indigenous people. There are other minorities in the country. These are other minorities and their narratives are often left out of this. So, I encourage you when you're looking at these things in the future that you think about the narratives of everybody that was impacted. I think the next thing is bringing to this analysis critical thinking, problem solving and self-reflection. What is your narrative of the liberation war? What is your narrative of the 2024 uprising? You've actually experienced maybe a microcosm or a much smaller event, but all of you lived through 2024. It's still too fresh in the memory to really settle on how you're going to describe

it, but this is something that gives you a smaller but a firsthand taste. Imagine if this hadn't come under control. This could have expanded into something much more. This is why understanding of genocide and building social bonds are important. I don't see Bangladesh as necessarily being a conflict-free country in the future. It may be something that happens again and so you and your self-reflection now can help to build the social bonds to prevent this from happening.

Another important thing is empathy. Social and emotional learning is not well developed in Bangladesh in terms of the education system. There's a really good reason for developing empathy because it will help every child here in their neurological development. Brain scan studies show that when we have the practice of empathy, we actually have better neurological development of certain critical thinking and other pathways in our brain. So when we are talking about dealing with conflict studies, it's really relevant that we have empathy but we have to develop this from childhood because if you go too long without this, you won't be able to develop these kinds of social and emotional skills to the same level.

It's all very well and good to discuss the hardest part which is developing mechanisms for justice and I'm not saying that there's a solution. I think it was really great for me to hear some of the students talking about the fact that you're very well aware that victims have never received appropriate recognition or compensation or ways to make their life better. I think this is part of justice. But in general, the systems for social justice in the country aren't that strong. You have a lot of this being dealt with by civil society. Civil society is very strong in Bangladesh compared to most other countries.

So I congratulate all of you for having obviously spent a very enjoyable six weeks, not just hard work but it sounds like you've had a lot of fun along the way. So it's really great to hear what a positive experience this was and I really appreciate the fact that many of you are committing to now taking this forward and making this into something. You should continue to explore, look for ways to get involved with the Liberation War Museum or all of these different institutions that have actually shared their time with you over the last few weeks.

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রকাশনা

প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্যের চতুর্দশ পর্ব

প্রকাশিত হলো 'ছাত্রছাত্রীদের সংগৃহীত মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য' চতুর্দশ পর্ব। এর আগে চারটি করে জেলার ভাষ্য নিয়ে পর্বগুলো প্রকাশিত হলেও এটা শুধু ঢাকা জেলার ভাষ্য নিয়ে



প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অনেক শিক্ষার্থী গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্য প্রেরণ করেছিল। সেইসাথে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্রোত আবৃত্তি সংসদের পক্ষেও বহু শিক্ষার্থী ভাষ্য সংগ্রহ করে জাদুঘরে পাঠায়। এগুলোর নির্বাচিত কিছু ভাষ্য নিয়ে এই পর্ব প্রকাশিত হয়েছে। সংগ্রহকারী হিসেবে ঢাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থী দ্বারা ভাষ্য সংগৃহীত হলেও বর্ণনাকারী অনেকেই ছিল ঢাকার বাইরের। ফলে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলার ভাষ্য এতে উঠে এসেছে। এগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের গণহত্যা, নারী নির্যাতন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের চিত্র। জুলাই ২০২৬ প্রকাশিত, বোর্ড বাঁধাই, সাড়ে বাইশ ফর্ম- একশ আশি পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের দাম ৪০০ টাকা। বইটি সম্পাদনা করেছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্যসচিব মফিদুল হক।



সম্প্রতি 1st International Conference on Bangladesh Genocide and Justice শীর্ষক সম্মেলনের প্রসিডিংস-এর দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৮

সালের ১২ মার্চ অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের কার্যবিবরণীতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গণহত্যা, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, দলিল সংরক্ষণ ও ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও উপস্থাপনা স্থান পেয়েছে। গবেষকদের জন্য বাংলাদেশ গণহত্যা ও ন্যায়বিচার বিষয়ক গবেষণার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

রাজিউল হাসানের সংরক্ষিত ঐতিহাসিক দলিল

২-এর পৃষ্ঠার পর

দলিলগুলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদান করেন প্রয়াত সাংবাদিক ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কাজ করা রাজিউল হাসানের ছেলে সাজেদুল হাসান। তাঁর বাবা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ইউরোপে, বিশেষ করে লন্ডনে সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তুলতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বক্তব্য ও প্রচার কার্যক্রমে অংশ নেন। তিনি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

রাজিউল হাসান ব্রিটেন, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, পশ্চিম জার্মানি, হল্যান্ড ও কাজ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে মুক্তিযুদ্ধ-সম্পর্কিত বিপুলসংখ্যক সংবাদপত্রের কাটিং, চিঠিপত্র, নথি ও অন্যান্য দলিল ছিল। দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষিত এসব উপকরণের একটি অংশ তাঁর পরিবার সম্প্রতি উদ্ধার করে।

সাজেদুল হাসানের সংগ্রহ করা দলিলগুলোর মধ্যে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও পাকিস্তানি বাহিনীর নিপীড়ন-সংক্রান্ত সংবাদ ও প্রতিবেদন। ডেনিশ, নরওয়েজীয় ও ফিনিশ ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রের কাটিংয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, শরণার্থী সংকট এবং বাংলাদেশের মানুষের দুর্দশার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এ সংগ্রহে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর নর্ডিক দেশগুলোর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে পাঠানো চিঠিপত্র, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে রাজিউল হাসানের যোগাযোগের দলিল এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ইউরোপে কাজ করা বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের তালিকাও রয়েছে। এসব নথির মধ্যে এমন কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়, যারা পরবর্তী সময়ে নিজ নিজ দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি বা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। সাজেদুল হাসানের ভাষ্য অনুযায়ী, তাঁর বাবার ব্যক্তিগত আলমারিতে Liberation War নামে সংরক্ষিত বিপুলসংখ্যক সংবাদপত্রের কাটিং ছিল। প্রায় ৩০ বছর ধরে বাড়ির চিলেকোঠায় সংরক্ষিত বিভিন্ন সামগ্রী অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তাঁর বাবার প্রকাশিত সংবাদ ও লেখার আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্রিপিং খুঁজে পান। এসব দলিলের অনেকগুলোই এতদিন পারিবারিক সংগ্রহের বাইরে প্রকাশ্যে আসেনি। দীর্ঘদিন ব্যক্তিগত সংগ্রহে সংরক্ষিত থাকার পর দলিলগুলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংগ্রহে যুক্ত হয়েছে। যা ভবিষ্যৎ গবেষণা, প্রদর্শনী ও মুক্তিযুদ্ধের আন্তর্জাতিক ইতিহাসচর্চায় ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

দলিলগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলীর কাছে হস্তান্তর করেন রাজিউল হাসানের ছেলে সাজেদুল হাসান। স্মারক গ্রহণের সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাসেহুন আমীন এবং আর্কাইভ ও ডিসপ্লো বিভাগের সহযোগী ব্যবস্থাপক মন্টু বাবু সরকার।

মন্টু বাবু সরকার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

শ্রদ্ধাঞ্জলি



মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অকৃত্রিম বন্ধু এবং আউটরিচ কর্মসূচিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইউসেপ টুইটা বোর্ড ফিল্ড টেকনিক্যাল স্কুল-এর সদ্য বিদায়ী প্রধান শিক্ষিকা শিরিন পারভীন গত ০১ আগস্ট ২০২৬ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পরলোক গমন করেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার সুহৃদের এই আকস্মিক মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে যখন কোন সুহৃদ যুক্ত হন তখন জাদুঘর যেমন আনন্দিত হয়, তেমনি কোন সুহৃদের বিদায়ে ভারাক্রান্ত হয়। এই বন্ধুর সাথে প্রথম পরিচয় ২০০৪-এ, সেই থেকে সদাশাস্য এই মানুষটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অংশী হয়ে গেলেন। ২০০৪-এর পর প্রতিটি মুক্তির উৎসবে শিক্ষার্থীদের সাথে সকাল বেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শারীরিক শিক্ষা মাঠে চলে আসতেন। তিনি মুক্তির উৎসবে 'স্বেচ্ছাকর্মী' দল দিয়ে সহযোগিতা করতে কৃতাবোধ করতেন না। অনুরোধ জানাতেন জাদুঘর আয়োজিত যে কোন অনুষ্ঠানের সংবাদ তাকে জানানোর এবং চেষ্টা করতেন উপস্থিত থাকতে। শিরিন আপার সাথে শেষ দেখা হয় ২০২৪-এ ইউসেপ টুইটা বোর্ড ফিল্ড টেকনিক্যাল স্কুলে। এই দেখাই আমাদের সাথে সদাশাস্যময়ী মানুষটির সাথে শেষ দেখা। সদ্যপ্রয়াত অকৃত্রিম বন্ধুর প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিনম্র শ্রদ্ধা।

রনিকা ইসলাম
কর্মসূচি কর্মকর্তা

জন্মদাখানায় সাপ্তাহিক স্মৃতিচারণ কর্মসূচি শহিদদের স্মৃতির সাথে নতুন প্রজন্মের সংযোগ

গত ৩ সেপ্টেম্বর মিরপুরস্থ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩৩ জন শিক্ষার্থী জন্মদাখানা বধ্যভূমি পরিদর্শন ও স্মৃতিচারণমূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। স্মৃতিচারণ করেন শহিদ আব্দুস সামাদ এর পুত্রবধূ রাবেয়া খাতুন। বিয়ের পর শাশুড়ি মায়ের কাছে স্বশ্রুতের শহিদ হওয়ার ঘটনা শুনেছেন তিনি। শিক্ষার্থীদের সেই স্মৃতিকথা শোনান তিনি। আব্দুস সামাদ রিকশার ব্যবসা করতেন। ১৯৭১ সালের মার্চে মিরপুরে অবাঙালীরা বাঙালিদের উপর অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ চালালে পরিবার নিয়ে নিরাপদে আত্মীয়ের বাড়ি সাভারে আশ্রয় নেন আব্দুস সামাদ। রিকশাগুলো রেখে যান মিরপুর ১৪ সেকশনের কচুক্ষেত এলাকায়। জমানো টাকা শেষ হওয়ায় পরিবারের খরচ চালানো খুব কঠিন হয়ে পড়ে। সেপ্টেম্বর মাসে আব্দুস সামাদ সাভার থেকে কচুক্ষেত এলাকায় যান নিজের জন্য একটা রিকশা নেবার উদ্দেশ্যে। ইচ্ছা ছিল সেই রিকশা চালিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ চালাবেন। কিন্তু অবাঙালি ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন আব্দুস সামাদ। অনেকের মাধ্যমে জানা যায় তাঁকে জন্মদাখানায় ধরে নিয়ে যায় অবাঙালিরা। তাঁর লাশ আর পাওয়া যায়নি।

১০ সেপ্টেম্বর মিরপুরস্থ লালমাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪৫জন শিক্ষার্থী জন্মদাখানা পরিদর্শন করে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যার স্থান পরিদর্শনে শিক্ষার্থীরা তাদের অনুভূতি জানাতে গিয়ে বলে, জায়গাটা দেখতে ভয়ঙ্কর মনে হলেও এই জায়গার সাথে জুড়ে আছে হাজারো বাঙালির প্রাণ।

২৪ সেপ্টেম্বর জন্মদাখানা বধ্যভূমি পরিদর্শন করে মিরপুরস্থ কিশলয় বিদ্যালয়িকতেনের ৩০ জন শিক্ষার্থী। জন্মদাখানা পরিদর্শন শেষে রাইসা নামে এক শিক্ষার্থী মন্তব্য লেখে, ‘আমাদের দেশের জন্য প্রাণ দেয়া হাজারো শহিদের স্মৃতি বহন করে চলছে আমরা। তাঁদের এই স্মৃতির কারণে আমরা চির কৃতজ্ঞ থাকবো।’

প্রমিলা বিশ্বাস
সুপারভাইজার, জন্মদাখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে বিশেষ অতিথি



ফ্রান্স থেকে আগত তিনজন সিনেটর গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন



গত ৩ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতবাসের ৭জন প্রতিনিধি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

মোহাম্মদ আলী মন্ডলের যুদ্ধকালীন ডায়েরি

২-এর পৃষ্ঠার পর

সেক্টরের সাব-সেক্টর ‘বি’-এর অধীনে প্রাথমিক পর্যায়ে বিএসএফ ক্যাপ্টেন দেবী সিং এবং পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন দেলোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেন। তিনি ফুলবাড়ি হয়ে ভারতের কুচবিহারের একটি ক্যাম্পে নাম রেজিস্ট্রেশন করে দার্জিলিংয়ের পাহাড়বেষ্টিত মূর্তি ক্যাম্পে গেরিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর, হাবিলদার ও সুবেদাররা তাঁদের গেরিলা যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে সরাসরি প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁরা শত্রুপক্ষের ওপর অ্যামবুশ, রেইড, পেট্রোলিং ও মাইন বিক্ষোরণ পরিচালনা করে নিরাপদে ফিরে আসাসহ বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ত করেন।

ডায়েরিতে মোহাম্মদ আলী মণ্ডল তাঁর অংশগ্রহণ করা অনেক গেরিলা অপারেশনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এর মধ্যে লালমনিরহাট জেলার সীমান্তবর্তী এলাকার কাঠানদিঘীর অপারেশন উল্লেখযোগ্য। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী,

গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা খোকনের নেতৃত্বে সেখানে একটি ট্রেন অ্যামবুশ করা হয়। গ্রামবাসীর ভাষা অনুযায়ী, এ অভিযানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের বহু সদস্য হতাহত হয় এবং অনেকে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এ ছাড়া রত্নাই ব্রিজ অপারেশনের বিবরণও ডায়েরিতে রয়েছে।

অক্টোবর মাসে করিম ও মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে পরিচালিত মুঘলহাট প্রাইমারি স্কুল অ্যামবুশ ছিল তাঁদের অন্যতম বড় অপারেশন। ডায়েরির বর্ণনা অনুযায়ী, এ অভিযানে ৩৫ জন গেরিলা সদস্য অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রায় ১৫ জন নিহত এবং ২০-২৫ জনেরও পালিয়ে যায় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। একই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারাও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হন। ৩৫ জন গেরিলা সদস্যের মধ্যে প্রায় ১২ জন নিহত, আহত ১৩ এবং অন্যান্য ১০ জন বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরাপদে সরে যেতে সক্ষম হন। ডায়েরিতে এ ধরনের আরও বিভিন্ন গেরিলা অপারেশনের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে মাইন স্থাপন করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গাড়ি ধ্বংস করার ঘটনাও বর্ণিত

হয়েছে। যুদ্ধের প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও মোহাম্মদ আলী মণ্ডল তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এমনকি ভারতীয় সেনাবাহিনীর কড়া নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তিনি মুক্তিযুদ্ধের নানা গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিজ্ঞতা ডায়েরিতে লিখেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ডায়েরিটি হস্তান্তরের সময় উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী মণ্ডলের বড় মেয়ে সুমাইয়া আলী এবং নাতি মো. ইমাম সোহেল আয়ান, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাসেহুন আমীন, আর্কাইভ ও ডিসপ্লে বিভাগের কর্মকর্তা মন্টু বাবু সরকার এবং কে. এম. নাসির উদ্দিন। দীর্ঘ ৫৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে মোহাম্মদ আলী মণ্ডল অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ডায়েরিটি সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। যা শুধু একজন মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার দলিল নয়; এটি মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা যুদ্ধ, প্রশিক্ষণ, অপারেশন, আত্মগোপন এবং যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের ঘটনাপ্রবাহের ঐতিহাসিক দলিল।

মন্টু বাবু সরকার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

১৫তম সার্টিফিকেট কোর্সের সমাপনী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি মনে করেন, এই কোর্সের শিক্ষা অংশগ্রহণকারীদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে আসবে। কারণ বাংলাদেশ নিজেই গণহত্যার শিকার একটি জাতি। তিনি সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস এর সাবেক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার বিষয়টিও তুলে ধরেন।

মফিদুল হক বলেন, সার্টিফিকেট কোর্স শেষ হলেও অংশগ্রহণকারীদের জন্য গণহত্যা ও ন্যায়বিচার অধ্যয়ন কেন্দ্রের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ উন্মুক্ত থাকবে। তারা কোর্স থেকে অর্জিত জ্ঞান নিজেদের জীবন ও কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবেন। তিনি সবাইকে নিজেদের পরিবারের ১৯৭১ সালের ইতিহাস সম্পর্কে জানার আহ্বান জানান। পাশাপাশি কোর্সের অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে পারিবারিক ইতিহাস অনুসন্ধানের একটি প্রকল্প শুরু করার পরিকল্পনার কথাও জানান।

শুধু সনদ প্রদানের মধ্য দিয়ে এই কোর্সের সমাপ্তি হচ্ছে না বরং এটি দীর্ঘমেয়াদি একটি শেখার

যাত্রার সূচনা হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই ইতিহাস ও স্মৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই বরং এই ইতিহাসকে ধারণ করেই সামনে এগিয়ে যেতে হবে। সমাপনী অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে কোর্সের অংশগ্রহণকারীদের কবিতা আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে ‘জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস’ বিষয়ক ১৫তম সার্টিফিকেট কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। প্রত্যাশা থাকে, এই সমাপ্তি কেবল একটি কোর্সের সমাপ্তি নয় বরং গণহত্যার ইতিহাস জানা, মানবাধিকার রক্ষা, নির্যাতনের শিকার মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি নতুন যাত্রার সূচনা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নুসরাত তাবাসসুম।

মো: রবিউল হোসেন রিফাত

আইন ও ভূমি প্রশাসন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
ভলান্টিয়ার, সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস



মুক্তিযুদ্ধের ফরাসি বন্ধু আঁদ্রে মালরো

লেখক, দার্শনিক, শিল্পতাত্ত্বিক ও আজীবন বিপ্লবী আঁদ্রে মালরো। ১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝি তরুণ মালরো চিনে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হন। ১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধে তিনি রিপাবলিকানদের পক্ষে গড়ে তোলেন আন্তর্জাতিক বিমান স্কোয়াড্রন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফরাসী প্রতিরোধ যুদ্ধে শরিক হন তিনি। ১৯৫৮ সালে ফ্রান্সের ৫ম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর

মালরো সংস্কৃতি মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। একান্তরে বাংলাদেশের গণহত্যার খবর তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী মুক্তিসংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে জহির রায়হানের যোগাযোগ ঘটে। ৭ আগস্ট ১৯৭১ জহির রায়হানকে লেখা পত্রে মালরো বলেন, ‘ভয়ংকর সমস্যা মোকাবিলায় আপনাদের কাজকর্ম সম্পর্কে আমি ভালোভাবে অবহিত।’ বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তুলতে দিল্লিতে আয়োজিত ‘World meet on Bangladesh’ সম্মেলনে মালরোকে আমন্ত্রণ জানান ভারতের নাগরিক সমাজের নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ প্যারিসে সংবাদ সম্মেলনে মালরো জানান- বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি অস্ত্র হাতে লড়াইতে প্রস্তুত। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সরাসরি যোগ দিতে চান যুদ্ধে। গড়ে তুলতে চান আন্তর্জাতিক ব্রিগেড। মালরোর এই ঘোষণা আন্তর্জাতিক অঙ্গণে তাৎক্ষণিক সাড়া ফেলে। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১, আনন্দবাজার পত্রিকায় মালরোর ফরাসী বেতারে দেয়া সাক্ষাৎকারের খবর প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘তরুণদের কাছ থেকে আমি অসংখ্য চিঠি

পাচ্ছি। তাতে তারা আমাকে বলেছেন, আপনি যদি আন্তর্জাতিক সশস্ত্র বাহিনী গঠন করেন, তাহলে আমরা বাংলার জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।’ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে চাওয়া আঁদ্রে মালরোর বয়স তখন প্রায় সত্তর। শারীরিকভাবে অসুস্থ মালরোকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আশ্বস্ত করে ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুরোধ জানান। শেষ পর্যন্ত রণাঙ্গণে আসা হয়নি তাঁর। কিন্তু সোচ্চার ছিল বাংলাদেশের প্রতি তাঁর সমর্থন। মালরো বিশ্বকে বুঝিয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ কোন আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট বা গৃহযুদ্ধ নয়, এটা জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন আঁদ্রে মালরো। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ঘুরে দেখেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ। যে দেশের জন্য তিনি একদিন দূর প্যারিস থেকে অস্ত্র হাতে লড়াইয়ের প্রত্যয় ঘোষণা করেছিলেন সেই দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখলেন একটি স্বাধীন জাতির মুখ। আগামী ২৩ নভেম্বর ২০২৬ আঁদ্রে মালরোর ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী। সেইদিন একান্তরের এই ফরাসি বন্ধুকে স্মরণ করার আহ্বান জানায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

আগামীর আয়োজন

বিশ্ব অহিংসা দিবস

জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব অহিংসা দিবস প্রতি বছর ২ অক্টোবর পৃথিবী জুড়ে পালিত হয়ে আসছে। সংঘাত-পীড়িত বর্তমান বিশ্বে শান্তি, সম্প্রীতি ও সহনশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্ব অহিংসা দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আগামী ২ অক্টোবর ২০২৬, শুক্রবার, বিকেল তিনটায় জাদুঘর মিলনায়তনে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানে শান্তি, সম্প্রীতি ও সহনশীলতা বিষয়ে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে আব্দুল্লাহ মেমোরিয়াল হাই স্কুল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কুল এড কলেজের শিক্ষার্থীরা, সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করবে বধ্যভূমির সন্তানদল।

১৩তম লিবারেশন ডকফেস্ট

আগামী ২৯-৩১ অক্টোবর ২০২৬ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১৩তম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ ২০২৬। লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব, যার লক্ষ্য ইতিহাস, স্মৃতি, মানবাধিকার, সংস্কৃতি, সমাজ ও সমকালীন নানা বিষয় অনুসন্ধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে প্রামাণ্যচিত্রকে উৎসাহিত ও প্রসারিত করা। এবারের ১৩তম আসরে ৪৫টি দেশ থেকে মোট ১৮৮টি চলচ্চিত্র জমা পড়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের ২৯টি চলচ্চিত্র রয়েছে। আট সদস্যের একটি নির্বাচক কমিটি এবারের

জমাকৃত চলচ্চিত্রগুলো পর্যালোচনা করেছে। কমিটিতে চলচ্চিত্র নির্মাণ, সম্পাদনা, শিল্পচর্চা ও গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সদস্যরা তাঁদের পেশাগত অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও নিজস্ব বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে চলচ্চিত্রগুলো মূল্যায়ন করেন। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে দুটি প্রতিযোগিতা বিভাগে মোট ৫৭টি চলচ্চিত্র নির্বাচিত হবে। জাতীয় বিভাগে (বাংলাদেশি চলচ্চিত্র) শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের জন্য পুরস্কার হিসেবে ১ লক্ষ টাকা এবং আন্তর্জাতিক বিভাগে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের জন্য ১ হাজার মার্কিন ডলার প্রদান করা হবে। প্রতিটি বিভাগে বিজয়ী চলচ্চিত্র নির্বাচন করবেন তিন সদস্যের একটি স্বাধীন জুরি বোর্ড।

Upcoming Concert in collaboration with Alliance Française

The Liberation War Museum and Alliance Française de Dhaka cordially invite you to a concert dessiné by Le Voyage de Rézé, combining live music, singing, drawing and video.

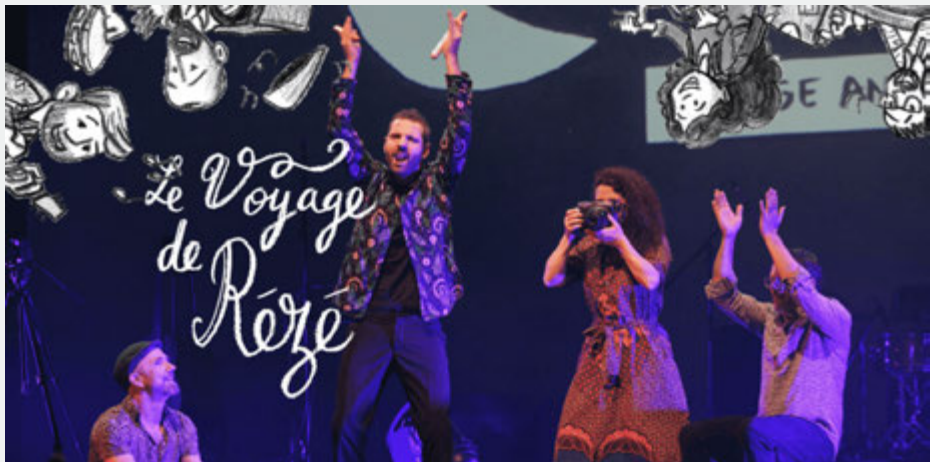
Date and Venue

13 October 2026 at 7 pm

Liberation War Museum

Plot F11/A-B, Sher-e-Bangla Nagar,

Agargaon, Dhaka



Please register by 10 October at communication@afdghaka.org.

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে মফিদুল হক, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিডিক সেন্টার, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম, গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩, ইমেইল: mukti.jadughar@gmail.com,

ওয়েব: www.liberationwarmuseumbd.org, ফেসবুক: facebook.com/liberationwarmuseum.official